দেবব্রত চক্রবর্তী

শিল্পী অশোক মল্লিকের চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে কলকাতার 'আকৃতি আর্ট গ্যালারি'-তে। প্রদর্শনীর সময়কালের বিস্তৃতি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত।

অশোক মল্লিক (১৯৫৭) -- সুপরিচিত শিল্পী। এঁর শিল্প শিক্ষণের পাঠ কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে। বহু একক ও সম্মেলক প্রদর্শনীতে এবং চিত্রকর্মশালায় অংশগ্রহণ দেশে ও বিদেশে। প্রদর্শনীতে শিল্পীকৃত একগুচ্ছ ড্রইং এবং পেইন্টিং-এর সমাহার। প্রদর্শনীতে এসে সুপরিচিত এই শিল্পীর একটি দিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিজস্ব ঘরানাকে এক অন্য অভিমুখে নিয়ে গেছেন তিনি। ইঙ্ক এবং চারকোলে আঁকা ড্রইংগুলিকে এক অন্যধরনের মজা আছে। রেখার ছন্দোময়তায় ড্রইংগুলির মধ্যে একটি ব্যাঙ্গাত্মক রূপ ধরা পড়ে যদিও সেগুলিকে কোনওভাবেই কাটুনধর্মী বলা যাবে না। অ্যাক্রিলিক রঙে ক্যানভাসের বুকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার উপস্থাপনা। বর্ষাসিক্ত দিনের ছবি এঁকেছেন। বা স্বপ্নময়তার মাছ ধরার ছবি বা বাঘের লেজধরা অথবা স্বপ্নের নদীর চিত্রময়তা। ছবির কুশীলবদের অনেকের মুখে মুখোশ। একটি ছবিতে মুখোশের আড়ালে প্রেমিক প্রেমিকা। নীলাভ দ্যুতির অন্ধকারের আকাশে এক ফালি চাঁদ। আকাশের নীল নীচে নীলাভ জলের বিস্তৃতিতে পরিবর্তিত। কচ্ছপ বা জলজ বিষয়বস্তুর সমাহারে অলঙ্কৃত। এই রকম বিভিন্ন স্বপ্নময়তা শিল্পীর তুলিতে রূপময়। আকাশের উড়ন্ত পাখি বা স্বপ্নসন্ধানী মাছের বাহার নিজস্ব উজ্জ্বল বর্ণবিভাজনে সিক্ত করেছেন শিল্পী। প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবির শিরোনাম 'লিডার। নেতার ভাষণের ক্ষিপ্র অভিব্যক্তি একাধিক মাইক্রোফোনের সমাহার সবই যেন এই সময়ের ছবি। নেতার নকশা কাজের পাঞ্জাবি বা ব্যাকগ্রাউন্ডের ঘন কৃষ্ণবর্ণের উপস্থাপনার সমাজচিত্র। একটি ছবিতে শিল্পী প্রয়াত শিল্পী তায়েব মেহতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তায়েবকৃত ভঙ্গিমায় ছবির উপস্থাপনা করে। শিল্পী এই ছবির বিষয় বললেন -- ৯০ দশকের সূচনায় বম্বের (অধুনা মুম্বই) 'পান্ডোল আর্ট গ্যালারিতে একক প্রদর্শনী করছেন। ওই প্রদর্শনীতে তায়েব মেহেতা এসেছেন। প্রদর্শনী দেখে তায়েব মেহেতা শিল্পীকে নিয়ে তাঁর স্টুডিওতে গেলেন। তায়েব তাঁর প্রতিটি ছবি শিল্পীকে দেখিয়ে তাঁর মতামত প্রত্যাশা করলেন। এবং কীভাবে ছবি আঁকেন তার প্রকরণ বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। তরুণ শিল্পী হতচকিত এবং সঙ্কুচিত। তখন তায়েব বললেন আগে যখন ছবি বিক্রি হত না তখন শিল্পী বন্ধুরা ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু যখন বিক্রি শুরু হল তখন তাঁরাই বললেন ছবি (যদিও একই ঘরানার ছবি) বাজারি হয়ে গেছে।' অশোকের শ্রদ্ধার্ঘ্য সেই মহান শিল্পীকে নিয়ে।

অশোক মল্লিকের ছবিতে এক নতুন দিক আছে তবুও কিছু ছবিতে পূর্ণতার মাত্রার ঘাটতি। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ঘাটতিটা কী? উত্তর একটাই শতকরা একশোভাগ ছবিই কী সব শিল্পীর পূর্ণতা পায়? আগামি প্রদর্শনীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।

দুই শিল্পী :

কলকাতা গ্যালারি কে-টু-তে সদ্যসমাপ্ত প্রদর্শনীর দুই শিল্পী যথাক্রমে কর্নেলিয়া ক্রাগ এবং শ্যামশ্রী বসু। প্রদর্শনীর সময়কালের বিস্তৃতি ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বিমূর্ত উপস্থাপনায় ছবি শ্যামশ্রী বসুর, সেইভাবে কর্নেলিয়ার ছবি পরিপূর্ণ বিমূর্ত নয়। শ্যামশ্রী বসু এই সময়ের একজন সুপরিচিত শিল্পী। দীর্ঘদিন তাঁর সৃষ্টিসন্ধানের সঙ্গে পরিচিত শিল্পপ্রেমীরা। বিমূর্ত রূপারোপের একগুচ্ছ ছবির বেশিরভাগ অ্যাক্রিলিকে আঁকা তবে তেলরঙের

"carriers", 2008 Watercolours

শিল্পী :কর্নেলিয়া ক্রাগ

ছবিও আছে। উজ্জ্বল বর্ণবিভাজনে ছবির শরীরকে প্রবাহিত করেছেন। নানা আকার প্রকার বিমূর্ত রূপারোপে রঙের অনন্য বিভাজনে শিল্পীর এক অনন্য প্রবহন প্রতিটি ছবির শরীরে। অন্তরঙ্গ উপলব্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ এইসব শিল্প উপস্থাপনা। শ্যামশ্রী বসু (১৯৩৮) - এঁর শিল্প শিক্ষণের পাঠ কলকাতায় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে। একক ও সম্মেলক প্রদর্শনী দেশে ও বিদেশে। বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে শিল্পী বলেছেন -- ছোটবেলার স্মৃতি হাজারিবাগের এবং পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতাকে নিয়ে। মানসিক আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং নস্টালজিয়ার অব্যক্ত রূপারোপ এই বিমূর্তায়নে রঙে-রূপে প্রতীয়মান। আবেগ

english translation

"Two artists"
In Calcutta two artists, Shyamasree Basu fom India and Cornelia Krug-Stührenberg from Germany, are holding an exhibition at gallery k2 from 15th to 28th February 2010.
Shyamasree Basu is presenting abstract paintings and Cornelia K.St. is exhibiting her most recent watercolours and new techniques.
Shyamasree Basu is a very well known artist and has been experimentingwith various forms and presentations in acrylic or oil colours. She has beenexperimenting with abstract forms for many years and has achieved expertise in this field.
Her sentiments and exuberance find expression in her abstract paintings which are full of colours and forms and communication.
Cornelia Krug-Stührenberg who is at home in German art is primarily an expert in watercolour painting.
She is exhibiting some of her very beautiful watercolours.
She has travelled extensively in Rajastan and South India and her experiences there have led her to paint her impressions on paper as well as on saris, where she has expressed her abstract ideas within her figurative paintings.
Her sari depicting hands presented as "Satis hands" was influencedby handprints in Rajput palaces.There are also some semi-abstract paintings using different nature-pigments and colours on paper.
Her subjects are the poor and needy people of India, depicted carrying weights on their heads and shoulders, a symbol of the duresses we can see everywhere in in the world.
Shyamasree Basu and Cornelia Krug-Stührenberg are both excellent painters, and people will enjoy seeing their work.

The Statesman, February 2010
Debabrata Chakraborty